R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—W-B/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে ষ্টীল
ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত )
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১লা জুলাই, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

## মাধ্যমিকের ফলাফলে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস শীর্ষে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সারা রাজ্যের সাথে এ পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী মহকুমায়ও বেশ ভাল তবে অন্যান্যবারের তুলনায় রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের রেজাল্ট বেশ ভাল। এই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৫৫ শতাংশ প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। মোট পরীক্ষার্থী ১২১ ; ১৬টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৬৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৭, তৃতীয় বিভাগে ৭, কম্পার্টমেন্টাল ১২ ও ফেল মাত্র ১ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তানিয়া ঘোষ (৭১১)। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ২০৫ ; ২৪টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৭৭, দ্বিতীয় বিভাগে ৯৪, তৃতীয় বিভাগে ১৮, কম্পার্টমেন্টাল ১২ ও ফেল ৪ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে কৌশিক ঘোষ (৭১৪)। এখন পর্যন্ত আমাদের পাওয়া মাধ্যমিকের নম্বর অনুযায়ী এটি সর্বোচ্চ। জঙ্গীপুর বয়েজ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৬২ ; ৩টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ১৫, দ্বিতীয় বিভাগে ৩২, তৃতীয় বিভাগে ১১, কম্পার্টমেন্টাল ১ ও ফেল ৩ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সব্যসাচী ঘোষ (৬৪৮)। ( ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ফুলতলা থেকে অপহৃত কিশোর ঘরে ফিরলো দৈবক্রমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ জুন সকাল দশটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার কিশোর সব্যসাচী ব্যানার্জী (১৫) ফুলতলার বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে অপহৃত হয়ে ঘরে ফিরলো নেহাৎ ভাগ্যের জোরে। সমীর ব্যানার্জীর ছেলে সব্যসাচী রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের কাছে সেইদিনকার লোমহর্ষক অপহরণের ঘটনার বিবরণ দেয় সে। ঘটনার দিন ফুলতলার দিকে শ্যাম্পু কিনতে যায়। পথে এক ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ সব্যসাচীকে ১০০ টাকার নোট দিয়ে বহরমপুরের বাসের একটি টিকিট কেটে দিতে বলেন। সরল সাদাসিধে কিশোর সব্যসাচী বৃদ্ধকে বাসের টিকিট কেটে দেওয়ার পর বৃদ্ধের অনুরোধ মতো বাসষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা এক ট্রাক থেকে তাঁর ব্যাগ এনে দিতে যায়। ট্রাকে উঠবার সময় অন্য এক ৪০/৫০ বছরের লোক সব্যসাচীকে পিছন থেকে ঠেলে গাড়ীতে তুলে নেয় ও ড্রাইভার গাড়ী ষ্টার্ট দেয়। সব্যসাচীর মুখে রুমাল চেপে ধরে ও একটি ইনজেকসন দিলে সে অচেতন হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে সে দেখে কৃষ্ণনগর বাসষ্ট্যাণ্ডে ৩৪নং জাতীয় (৩য় পৃষ্ঠায়)

## ধুলিয়ান পুরসভায় অনাস্থা আনলেন দশ সদস্য

ধুলিয়ান ঃ গত ২৫ জুন ধুলিয়ান পৌরসভার ১৯ জন কমিশনারের মধ্যে ১১ জন সদস্যের এক স্বাক্ষরিত অনাস্থা নোটিশ বর্তমান চেয়ারম্যান সিপিএমের আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরে উপপুরপতি আরএসপি-র আনোয়ার হোসেন অনাস্থা থেকে সই প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বর্তমানে অনাস্থার পক্ষে থাকল দশ সদস্য। অন্যদিকে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বর্তমানে আরএসপি দলত্যাগী কংগ্রেসের তরুণ সেন। ফলে বর্তমানে বোর্ডের অবস্থা কংগ্রেস (৭) ও বিজেপি (৩) মিলে অনাস্থার পক্ষে দশ সদস্য। বিপক্ষে সিপিএম (৬), আরএসপি (১), নির্দল (১) ও ফঃ ব্লক (১) মিলে নয় সদস্য। আরএসপি-র তরুণ সেন এবার দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করায় এই বিপত্তি বলে সিপিএম মনে করে। কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে তরুণবাবু ধুলিয়ানে একটি ছাপান বিবৃতি (৩য় পৃষ্ঠায়)

## সাগরদীঘি থানার ওসি সুনীল পাল সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিভিন্ন দুর্নীতি বাদে সম্প্রতি এক বাস ডাকাতিতে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের এসপি সাগরদীঘির ওসি সুনীল পালকে গত ২৬ জুন সাসপেণ্ড করেছেন। গত সপ্তাহে এ্যাডিশনাল এসপি সাগরদীঘি ঘুরে যাবার পরই এসপির এই নির্দেশ আসে বলে জানা যায়। ওখানে এখনও কেউ দায়িত্ব পাননি। উল্লেখ্য, সুনীল পাল সাগরদীঘিতে আসার পর থেকেই সক্রিয় রাজনৈতিক (৩য় পৃষ্ঠায়)

## সিপিএমের সন্ত্রাসে একজন কংগ্রেসী নিহত—আহত দুই

সাগরদীঘি : এই থানার মালিয়াডাঙ্গা গ্রামে কংগ্রেস সমর্থক আইনাল হকের বাড়ীতে গত ২৭ জুন রাত ১১-৩০ নাগাদ দুষ্কৃতীদের হামলায় তাঁর এক পুত্র মারা যান। জানা যায় ঐ দিন রাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা নিয়ে ১০/১২ জনের একটি দুষ্কৃতি দল আইনাল হকের বাড়ী চড়াও হয়। প্রথমেই আইনালের ছেলে আবদুর রাকিবের উপর দুষ্কৃতীরা এলোপাথারি অস্ত্র ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

## হাইওয়ে মোবাইল সেণ্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর ঘন ঘন বাস ডাকাতি ও ট্রাকের মাল ছিনতাই বন্ধের উদ্দেশ্যে পলষণ্ডায় গত ২৪ জুন হাইওয়ে মোবাইল সেণ্টারের উদ্বোধন করলেন আই জি সাউথ বেঙ্গল কে, জে সিং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার এসপি, মুর্শিদাবাদের এ, ডি, এম প্রমুখ। এই মোবাইল সেণ্টারে বর্তমানে একজন এসআই ও জনা পনর কনষ্টেবল নিযুক্ত থাকছেন। আর থাকছে ওয়ারলেসসহ একটি গাড়ী ও ফোন। ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
গুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০৫ সাল।

## ॥ মূল্যবৃদ্ধিতে ॥

নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দর ক্রমশঃ এমন ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে যে, মানুষ আজ দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন। প্রতিটি জিনিস ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জীবন ধারণের জন্য যাহা অবশ্যই প্রয়োজন, যেমন চাল, ডাল, আনাজপত্র, তেল, চিনি, গম, পোস্ত, কেরোসিন ইত্যাদি দিনের দিন দরবৃদ্ধির তিলক পরিয়া ভোক্তাদিগকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

সাধারণ চাল প্রতি কেজি ১০'৫০ হইতে ১১ টাকা; সরিষার তেল নামধেয় বস্তুটির এক কেজির দাম ৫০ টাকা; পোস্ত ২৬০/২৭০ টাকা কেজি। রেশনে চিনি-কেরোসিন অতি অল্প পরিমাণ মিলে। বাহির হইতে কিনিতে গিয়া চক্ষু ছানাবড়া হইতেছে। সর্বপ্রকারের ডাল এত দামী হইতেছে যে, ডাল রান্না এক মহাদায় হইয়াছে। আলু ৭'৫০ টাঃ হইতে ৮ টাকা কেজি। ঝিঞা, বেগুন ১০ টাকা; পেঁয়াজ, করলা প্রভৃতির দর তেমনই চড়া। মাছ-মাংস-ডিম সাধারণ মানুষের কাছে স্বপ্ন। চারাপোনা ৪০/৪৫ টাকা, একটু বড় রুই-কাতলা-মৃগেল ৬০ টাকা, ঐ শ্রেণীর অভিজাত মাছ ৮০ টাকা হইতে ১০০ টাকা; ইলিশ ১০০ টাকা হইতে ১০৫/১১০ টাকা। চুনা মাছ ৫০ টাকা হইতে ৬০ টাকা; মাংস ১০০ টাকায় স্থিতিশীল। ছাগবিষ্ঠা আকৃতির রসগোল্লা-পানিতোয়া দেড় টাকা পিস। শুধুমাত্র আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত খাওয়ার চাহিদা মিটানই সমস্যার কথা।

জিনিসপত্রের এত দাম হওয়া অনুচিত। আনাজপত্রের দর চাল-ডাল ইত্যাদির দরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হয়ত বাড়িয়াছে। আলুর উৎপাদন কম হইলেও বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া এত দাম। এই চালান রোধ করা যায় নাই। চাল, চিনি, ডাল, কেরোসিন প্রভৃতি চোরা পথে বাংলাদেশ পাড়ি দিতেছে, এইজন্য চালের দরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। গোপন পাচার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইহার গতি অব্যাহত। ভোজ্য তেলের উৎপাদন কম হইলেও ঘাটতি পূরণের জন্য সময় মত তৎপরতা থাকিলে এত দুরবস্থা হইত না।

সরকারী, আধাসরকারী স্তরের কর্মচারী-দের দফায় দফায় মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাঁহারা বেসরকারী কর্মী, তাঁহাদের অবস্থা সঙ্গীন। যে সীমিত উপার্জন লইয়া তাঁহারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা আজিকার দরবৃদ্ধির দিনে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। আজ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের দিনযাপনের গ্লানি অত্যন্ত প্রকট।

জিনিসপত্রের দর নিয়ন্ত্রণ সরকারী কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুতরাং যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহার অস্বাভাবিকতা রোধ করিতে সরকারকে আগাইয়া আসিতে হইবে। নহিলে মানুষ আরও জেরবার হইয়া পড়িবেন। শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এখন মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্যের সব রাজনৈতিক দলই আশ্চর্যরকমে নীরবতা পালন করিতেছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিরোধী বাম রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন করিয়াছে; ট্রাম-বাস পুড়িয়াছে। আজ বাম-শাসক জমানায় সব শান্ত; এমন কি বর্তমান বিরোধী দলগুলিও।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব )

### সিপিআই নেতা দলীয় প্রতীক বিক্রী করে গ্রাম ছাড়া প্রসঙ্গে

মহাশয়, গত ১৫-৫-৯৮ 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় 'সিপিআই নেতা দলীয় প্রতীক বিক্রী করে গ্রাম ছাড়া' ভিত্তিহীন সংবাদের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। কোন শিক্ষককে দলীয় পদ দেওয়া হয়নি। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরাই প্রার্থী পদ পান। এছাড়া আমি গ্রাম ছাড়া হইনি। গ্রামেই সুঃস্থভাবে বাস করছি। আমার নামে হোমগার্ডে চাকরী দেওয়ার অভিযোগও মিথ্যা। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটাও ভিত্তিহীন।

প্রভাত ঘোষ, সম্পাদক
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সাগরদীঘি
আঞ্চলিক পরিষদ

### মাধ্যমিক ফলাফল

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

জঙ্গীপুর গার্লস স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৬৪; ২টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৮, দ্বিতীয় বিভাগে ১৩, তৃতীয় বিভাগে ৯, কম্পার্টমেন্টাল ১৬ ও ফেল ১৮ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে চিত্রদীপা চ্যাটার্জী (৬৩২)। শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৮৮; ষ্টার নাই, প্রথম বিভাগে ৪, দ্বিতীয় বিভাগে ২৬, তৃতীয় বিভাগে ৭, কম্পার্টমেন্টাল ২৫ ও ফেল ২৬ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সঙ্গীতা রায় (৫৫৮)। বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৯৬; একজন ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ১৮, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৯, তৃতীয় বিভাগে ১৬, কম্পার্টমেন্টাল ১১ ও ফেল ২ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে চামেলী খাতুন (৬০২)। মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে কেউ ফেল করেনি। ঐ স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৫৮; ২টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ২৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৩২, তৃতীয় বিভাগে ১ ও কম্পার্টমেন্টাল ১ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছ সৌমিত্র রায় (৬৩৮)। সেকেন্দরা স্কুল এবার ১টি ষ্টার পেয়ে ফলাফলে চমক সৃষ্টি করেছে। স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৭১; ১টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৮, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮, তৃতীয় বিভাগে ৫, কম্পার্টমেন্টাল ১৩ ও ফেল ১৭ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সেরাজুল ইসলাম (৬৪০)। সাহেবনগর হাই স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৬৯; ২টি ষ্টারসহ প্রথম বিভাগে ৮, দ্বিতীয় বিভাগে ২৪, তৃতীয় বিভাগে ১২, কম্পার্টমেন্টাল ১২ ও ফেল ১৩ জন। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সামানুল হাসান (৬৫৬)।

## হর্ষবর্দ্ধন

### গৌড়ানন্দীয়

কবি গৌড়ানন্দ
বিলান আনন্দ;
হামেশা লেখেন না, মনে তাই ধন্দ।
তাঁর 'পঞ্চরঙ্গ'
উপভোগ্য সঙ্গ,
'পঁচাশির পাঁচালি'-তে কত না বিভঙ্গ!
মহকুমা শাসকের
দায়িত্ব পালনের
মাঝে দেন পরিচয় সংস্কৃত চিত্তের।
জঙ্গিপুর ধন্য
তাঁর উদ্যোগ জন্য;
আয়োজিত গ্রন্থমেলা ছিল যে অনন্য।
'শ্রীবাতুল' এই চায়
যেন এ পত্রিকায়
গৌড়ানন্দীয় রস অবিরাম বয়ে যায়।

—শ্রীবাতুল

### জায়গা বিক্রি

জঙ্গিপুর সাহেববাজারে প্রধান রাস্তা লাগোয়া ব্যবসা এবং বাসপোযোগী কিছু ফাঁকা জায়গা বিক্রয় আছে। যোগাযোগের স্থান—
শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা, সাহেববাজার
পোঃ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

### কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

## ওভারল্যাণ্ডের টাকা ফেরতের হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ওভারল্যাণ্ডের টাকা ফেরতের যে হিড়িক গোটা পশ্চিমবাংলায় আরম্ভ হয়েছে, তাতে বিশেষ করে গরীব পলিশি হোল্ডারদের মধ্যে নতুনভাবে আশার সঞ্চার হয়েছে। এর জন্য জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় পোষ্ট অফিসে ডাক টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। রেজিষ্ট্রির জন্য এ যাবৎ রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসেই ৬ লক্ষ টাকার শুধু ডাকটিকিটই বিক্রী হয়েছে। শেষের দিকে ডাকটিকিট না পেয়ে অনেকে ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে ফর্ম পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন।

### সিপিএমের সন্ত্রাস ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

চালিয়ে ও মাথায় লোহার রড মেরে সংজ্ঞাহীন করে দেয়। পরে আইনাল মাষ্টারের ঘাড়ে হাঁসুয়ার কোপ মারে। বাবাকে বাঁচাতে আইনালের তৃতীয় পুত্র মঈদুল এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা ভোজালী দিয়ে তাঁর পেট ফাঁসিয়ে দেয়। সংগাহীন মঈদুলকে বহরমপুর নিয়ে যাবার পথে তিনি মারা যান। দুষ্কৃতীরা যাবার সময় তিনটি বোমা ফাটায়। ফোন পেয়ে রাত ১-৩০ নাগাদ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম মুখার্জী ঘটনাস্থলে হাজির হন। সাগরদীঘি থানার মেজ দারোগা পরদিন সকাল ৯-২০ নাগাদ এসে তদন্তের নামে প্রহসন করে যান। পুত্রহারা পিতা আইনাল হকের কাছে 'রাতের গল্পটা' কি শুনতে চান। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, বিরোধী দলনেতা অতীশ সিংহ, বিধায়ক অধীর চৌধুরী, মান্নান হোসেন ঘটনাস্থলে এসে শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান ও দোষীদের শাস্তির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

### অপহৃত কিশোর ঘরে ফিরলো ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সড়কের ধারে ট্রাক দাঁড় করিয়ে ঐ দুষ্কৃতীরা পাশের হোটেলে খাচ্ছে। তখন দুপুর ২টো। সব্যসাচী ট্রাকের সীটের নীচ থেকে উঠে উল্টো দরজা দিয়ে কোনক্রমে নেমে বিপরীত দিকের একটি হোটেলের পিছনে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সে জঙ্গল থেকে দেখে খাওয়া দাওয়ার পর ঐ লোকগুলো কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজির পর ট্রাক নিয়ে কলকাতার দিকে চলে যায়। এরপর সব্যসাচী কৃষ্ণনগরে এক বাস কণ্ডাক্টরকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে কোনক্রমে রাত্রি আটটায় বাড়ী ফেরে। প্রচণ্ড মানসিক চাপে সব্যসাচী ট্রাকের নম্বর মনে রাখতে পারেনি। রঘুনাথগঞ্জ থানায় সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে।

### অনাস্থা আনলেন দশ সদস্য ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

প্রচার করলেও তাঁর দল আরএসপি-র কাছে কোন চিঠি এখন পর্যন্ত পাঠাননি বলে স্থানীয় দলীয় নেতা নন্দলাল সরকার জানান। যদিও গত ২৮ জুন বোর্ডের অনাস্থার ব্যাপারে ধুলিয়ানে কংগ্রেসের এক পথসভায় তরুণ সেন নিজে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে কংগ্রেস ও বিজেপির অশুভ শক্তির জোটের বিরুদ্ধে সিপিএম গত ২৭ জুন ধুলিয়ানে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। ধুলিয়ান পুরবোর্ডের এই টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থায় শহর গরম। তবে মহকুমায় আরএসপি-র সংগঠন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার পেছনে বহু একনিষ্ঠ দলীয়কর্মী জেলা সম্পাদক আশীষ রায়চৌধুরীকেই দোষা-রোপ করছেন। ঐ সব কর্মীদের মতে গত ১৯৯৫ সালে আর ওয়াই এফ-এর জেলা সম্মেলনে ধুলিয়ানে ১৫/২০ হাজার লোকের সমাগম হলেও বর্তমানে আরএসপি সংগঠনের পক্ষে ঐ রকম জমায়েত করা যে কোন সম্মেলনে অসম্ভব। কিছু দুষ্ট, দায়ীত্বজ্ঞানহীন নেতার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবে সংগঠন ভেঙ্গে যাচ্ছে, দল থেকে উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে।

### সাগরদীঘি থানার ওসি সাসপেণ্ড ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দলকে প্রকাশ্যে নক্কারজনকভাবে মদত দেন। বাংলাদেশে চোরা চালান বন্ধে বালিয়া গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধ হলে ওসি তাঁদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করেন না। বরং পাচারকারীদের নানাভাবে সাহায্য করেন। গত দোলে রঙ দেয়াকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছড়িয়ে এই সুনীল পাল বিষ্ণুপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার উপর অত্যাচার চালিয়ে দীর্ঘদিন গ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করেন। কেউ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে অভদ্র ব্যবহার করেন। পার্টির সুপারিশ ছাড়া কোন অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন—এই ধরনের বহু অভিযোগ সুনীল পালের বিরুদ্ধে সাগরদীঘি এলাকায় জমে আছে।

### মোবাইল সেন্টার ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হাইওয়ের উপর বাসে বা ট্রাকে কোন ছিনতাই হলে ৫/৬ কিলোমিটার উজিয়ে শহরে থানায় এসে রিপোর্ট লেখাতে হবে না। মোবাইল সেন্টারে খবর দিলেই ওরা দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। এই ধরনের মোবাইল সেন্টার রাজ্যে এই প্রথম বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।


ETDC

( A unit of Govt. of West Bengal )

Stands for Quality & Reliability

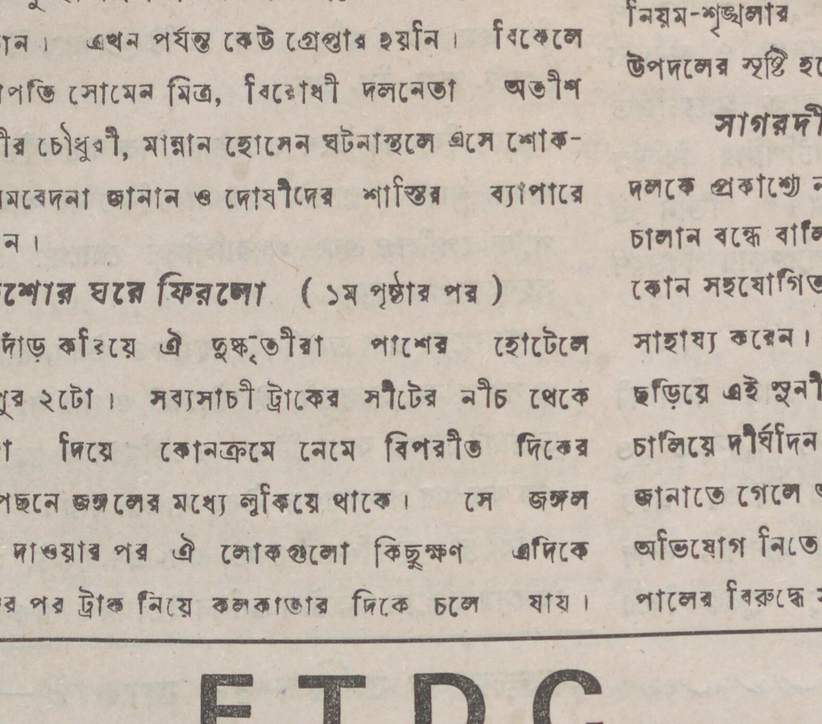


ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র ( ক্যাড সেন্টার ) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।


### জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জস্থ ইন্দিরাপল্লীতে বাসযোগ্য সোয়া দুই কাঠা জায়গা অতি শীঘ্র বিক্রয় হইবে। যে কোন রবিবারে যোগাযোগ করুন।

বাসুদেব চক্রবর্তী

ইন্দিরাপল্লী / রঘুনাথগঞ্জ

## হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটু নজর দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সব দিকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা চোখে পড়ে। হাসপাতাল চত্বরে ৮-১০টি টিউবওয়েলের মধ্যে ২-১টি বাদে সব খারাপ। হাসপাতাল চত্বর জঙ্গলে ভর্তি। বর্তমানে হাসপাতালের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে দুর্গন্ধ নাকে আসে। জানা যায় ঐ রাস্তার পাশের মর্গে ৮/১০ বছরের ভিসেরা বর্তমান। সে সব পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং পরিবেশ দূষিত করছে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় ২-৩ মাসের বেশী ভিসেরা রেখে দিলে তাতে আর ঠিক মতো পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট করা যায় না। এর জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ অনেকাংশে দায়ী। বায়ু দূষণ মুক্ত করতে হলে ২ ৩ মাসের মধ্যে পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরী করে ভিসেরা মর্গ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। হাসপাতাল চত্বরে পরিবেশ দূষণ বাঞ্ছনীয় নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এসব দিকে একটু নজর দিন।

## এনটিপিসিতে পরিবেশ দিবস

ফরাক্কা ঃ গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস নানা ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে এনটিপিসির ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট কর্তৃপক্ষ উদযাপন করলেন। দিনের শুরুতে পুবারুণে বৃক্ষরোপণ করেন প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকী প্রসাদ ও অন্যান্য আধিকারিকরা। পরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক কর্মশালার উদ্বোধন করে শ্রীপ্রসাদ ফরাক্কা এনটিপিসির বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধকারী ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। তিনি এ উপলক্ষে আয়োজিত এক শ্লোগান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

## বৈষ্ণবদর্পণ রচয়িতা পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সাহা তাঁর বৈষ্ণবদর্পণ পুস্তকের জন্য পুরস্কৃত ও সম্বর্ধিত হয়েছেন। জয়ন্ত শিল্প গোষ্ঠী কলিকাতার গিরিশ মঞ্চে তাঁকে এবছরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থের লেখক হিসাবে মানপত্র, নগদ পাঁচ হাজার এক টাকা, ধুতি চাদর ও বেশকিছু পুস্তক দিয়ে সম্মানিত করেন।

## রাস্তা মেরামতের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই যাতায়াতকারী ভাঙ্গা-চোরা রাস্তাটি মেরামতের দাবীতে ডি ওয়াই এফ আই এর নেতৃত্বে বাড়ালা গ্রামে পথ অবরোধ করা হয় গত ২৭ জুন। দাবী ছিল—দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই চালু রাস্তাটির দুরবস্থার কথা জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছিল না। বর্ষার আগে রাস্তাটির হাল ফেরাতে তাই ডি ওয়াই এফ আই উদ্যোগ নেয়। অবরোধে দলমত নির্বিশেষে প্রচুর গ্রামবাসী বাড়ালা হাই স্কুলের সামনে সকাল ৯টা ১১টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। ফলে ঐ রুটের সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। শেষে স্থানীয় থানার ওসির উপস্থিতিতে এসডিও পিডব্লুডি রোডস সাতদিনের মধ্যে রাস্তা মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।


আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

**অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক**

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

( সবজী বাজারের বিপরীত দিকে )

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস ( কলি ), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি ( আই. আর. সি. এস )

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

**বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স**

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯



সকলকে অভিনন্দন জানাই—

**রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১**
**রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ**

( হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার )

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।